তথ্যপ্রযুক্তির যুগ জয়ের প্রশ্নে

আমাদের খ্যাতিমান কবি-সাহিত্যিক বুদ্ধিজীবীমণ্ডলী

নাজীমউদ্দিন মোস্তান ও গোলাম নবী জুয়েল

আমাদের প্রথিতযশা কবি-সাহিত্যিকদের মধ্যে কমপিউটার ও তথ্য প্রযুক্তির প্রভাব বাড়ছে। ডেস্কটপ পাবলিশিং-এর মাধ্যমে কমপিউটারের সংস্পর্শে এসেছিলেন তাঁরা। এখন কেউ কেউ নিজের গবেষণা ও প্রবন্ধাদির জন্য কমপিউটার ব্যবহার করছেন সরাসরি। একজন সাহিত্যিক, আহমদ ছফা তাঁর সমকালীন প্রয়াসে একটি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রকে ডাটা এন্ট্রি ও প্রোগ্রাম হাউসে উন্নীত করার ক্ষেত্রে নেতৃত্ব দিয়েছেন। কিন্তু তাঁদের রচনায় ও অভিব্যক্তিত্বে কমপিউটার ও তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহার ব্যাপকতর করার আবেদন উচ্চকিত হয়নি। যন্ত্রের প্রতি ভীতি, যন্ত্রের দাসত্বের প্রতি মানবিক মেধার বিরাগকে তারা এ অনীহার যুক্তি হিসাবে প্রদর্শন করেছেন। তবে সবাই স্বীকার করেছেন, আগামী যুগটা তথ্য প্রযুক্তির। কিন্তু সমাজ ও শিক্ষিত মানসে এর কালচারটা গড়ে ওঠেনি। এ আবহ গড়ে তোলার জন্য শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ছাড়াও রাজনৈতিক নেতৃত্বের অঙ্গীকার প্রত্যাশা করেছেন তাঁরা।

ধারাবাহিক এ প্রতিবেদনের এ পর্যায়ে সাক্ষাৎকার দিয়েছেন ডঃ আবদুল্লাহ আলমুতী শরফুদ্দিন, প্রফেসর কবীর চৌধুরী, আহমদ ছফা, ডঃ হারুন-অর-রশীদ, কাজী আনোয়ার হোসেন, মাহফুজ আনাম ও ইমদাদুল হক মিলন।

নিউটনীয় বিজ্ঞানের ফলিত প্রয়োগের (Mechanistic phase) যুগে যে যন্ত্রবহর গড়ে ওঠে তা ছিল পেশী শক্তির বিস্তার, কষ্টসাধ্য কাজে মানুষের পেশী ক্ষমতাকে স্বস্তি প্রদান ও শক্তিবর্ধনের প্রযুক্তি। কমপিউটার-অটোমেশন-কম্যুনিকেশনের সমাহার মানুষের মনন ও মগজের ক্ষমতাকে পল্লবিত ও সমন্বিত করে উৎকর্ষতর নতুন এক নান্দনিক জগত হাজির করছে। আজ পৃথিবীর সেরা বিজ্ঞানী ও সাহিত্যিকরা বর্তমান সমাজ ও অনাগত যুগের করণীয় পালন করতে গিয়ে ই-মেলের মাধ্যমে আন্তঃব্যক্তিক-আন্তর্জাতিক যোগাযোগের মধ্য দিয়ে বিশ্বকে, মেধায় ও মননে, অখণ্ড করে তুলেছেন। জ্ঞান, বিজ্ঞান, মানবসভ্যতার উৎকর্ষতর উপাদানের সংশ্লেষণ ঘটছে তথ্য প্রযুক্তির বিচিত্র মিশ্রণ ও উপস্থাপনায়। রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজ, আইন, দর্শন ও তার প্রায়োগিক ফলাফলকে যুগবদ্ধ করে সভ্যতার নবতর যাত্রা বেগবান করে তুলেছে যে ষ্টেট অব আর্ট সমকালে মূর্তমান প্রয়োগ প্রযুক্তি সে ব্যাপারে আমাদের কবি, সাহিত্যিক, সাংবাদিকদের আগ্রহ খুবই সীমিত। Historically we have missed Industrial Revolution but we are not prepared to miss Technological Revolution—' ইন্দিরা গান্ধীর এই উক্তি ভারতের ৭০-এর পরবর্তী প্রযুক্তি সাধনার দিক নির্দেশ হয়ে ওঠে। ভারতীয় সাহিত্যে, শীর্ষেন্দুর উপন্যাসে, কবিতার রূপকল্পে এবং সঙ্গীত ও নৃত্যের সুর ও রূপ আরোপে, ইলোরা ও অজন্তার বিস্ময়কর মানবকীর্তির সংরক্ষণে, তাজমহলের মর্মরে রাসায়নিক প্রদাহ পরিমাপে কমপিউটার কথা বলে।

আমাদের নেতৃত্ব ও সমাজের দর্পনবাহী সাহিত্যিকদের মধ্যে তেমন অণুপ্রেরণা দেখা যাচ্ছে না। তবে তাঁরা সজাগ হচ্ছেন। পরীক্ষা নিরীক্ষার মাধ্যমে এই নবতর প্রযুক্তির মর্মবাণী ও সমাজের অবস্থা নিয়ে ভাবছেন। আমাদের কোটি কোটি বেদনার্ত মানুষের জীবনের উপর কমপিউটার ও যন্ত্রপ্রযুক্তি সুপার ইমপোজ করার বিরোধিতা করেছেন আমাদের সাহিত্যিক, সম্পাদক ও কবিরা। কারণ, সমাজের বেদনার্থ উপকূল ছেড়ে যেতে তাঁদের মানবিক অনুভূতি আহত হয়। – এ অনুভূতি আমাদের কমপিউটারায়ন আন্দোলনকে নতুন অঙ্গীকার দিতে পারে। তা হচ্ছে, এদেশের কোটি কোটি মূকম্লান মানুষের জীবনকে বেদনারহিত করার জন্য কমপিউটার তথা তথ্য প্রযুক্তির প্রয়োগ। উৎপাদন ব্যবস্থাপনা, শিক্ষা প্রসার, সুশাসন, উন্নততর জনজীবন, ভোটার রেজিস্ট্রেশন, পল্লী উন্নয়নে সম্পদের অপচয় রোধ, কৃষি ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা রচনা, বিশ্ব প্রযুক্তির তথ্য ভাণ্ডার সংরক্ষণ, বিশ্বভাষা ও সাহিত্যের গতিপ্রকৃতিতে বাংলাদেশের সাহিত্যে গড়ন-চলনের স্তর নির্ণয়, ঐতিহ্য নবায়ন ও কীর্তি সংরক্ষণের দিক দিগন্তে কমপিউটারের প্রয়োগ ব্যাপকতর করার জন্য মানবসম্পদ উন্নয়নে অগ্রসর হলে মননশীলতার স্বাধীনতার সাথে তথ্য প্রযুক্তির একটা সন্ধি হতে পারে।

ভাষা গবেষণায় কমপিউটারে ব্যবহারের কথা বলেছেন বাংলা একাডেমীর মহাপরিচালক অধ্যাপক হারুন-অর-রশিদ। মেধা বিকাশের জন্য তথ্য প্রযুক্তি অনুশীলনের উপর জোর দিয়েছেন অধ্যাপক কবীর চৌধুরী। তারুণ্যের সামনে নতুন পৃথিবী জয়ের হাতিয়ার হিসাবে কমপিউটারকে লক্ষ্য করেছেন কাজী আনোয়ার হোসেন। বিকৃত রাজনীতি ও অর্থনীতিকে পরাভূত করার জন্য ইতিবাচক সমাজশক্তি উত্থানের বাহন হিসাবে কমপিউটারের প্রসার চেয়েছেন ডঃ আলমুতী শরফুদ্দিন। মৌল বিজ্ঞানে এবং স্বাধীন মেধামননের বিকাশে কমপিউটারের অবদান হয়তো চেয়েছেন আহমদ ছফা।

কমপিউটারের প্রয়োগকে উচ্চতর মেধা ও মননশীলতার স্তরে উন্নীত করার এই সব তাগিদ নিয়ে সূচিত হলো ১৯৯৪। এ চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করার জন্য কমপিউটার জগতের সকল তরুণ ও প্রবীণকে সচেষ্ট হতে হবে। একই সাথে তথ্য প্রযুক্তিকে সেই উন্নতস্তরে নিয়ে যাবার সামাজিক নেতৃত্ব গ্রহণ করতে হবে আমাদের লেখক, বুদ্ধিজীবী সাংবাদিকদের। এ শতাব্দীর মধ্যে বাংলাদেশ বদলে যাবে বহুতর ভাঁজে। আমাদের সে যাত্রায় যন্ত্রের সাথে মননের এক সন্ধি রচনার দিকটি থেকে আমাদের দৃষ্টি যেন লুপ্ত না হয়।

এ অনুসন্ধানের পরিকল্পনা যখন করা হয়, তখন তথ্য প্রযুক্তি আন্দোলনের অন্যতম সংগঠক, কমপিউটার জগৎ-এর উপদেষ্টা আমাদের বলেছিলেন, কমপিউটার জগৎ কবি, সাহিত্যিক, সাংবাদিকদের দ্বারে দ্বারে যাচ্ছে এ উদ্দেশ্য নিয়ে, তারা তাঁদের কবিতা, গল্প, উপন্যাসে, নাটকে প্রবন্ধে, ভাষণে, সংবাদে, সম্পাদকীয়তে ও লেখনীতে যেন এ প্রযুক্তিকে তুলে ধরে জনগণের মধ্যে তার আগ্রহ ও আবহ তৈরী করেন। ডিজিটাল টেলিফোন হতে বিমানের টিকেট বুকিং, উপন্যাসের হরফ গ্রন্থনা হতে সাফগেমসের আতসবাজির পেছনে যে কমপিউটার কাজ করছে–তা যেন শাসন, প্রশাসন উৎপাদন, জীবিকাকে মেধাবী করে তোলে, সেকথাটা জানিয়ে–জনগণকে শিক্ষিত করে তোলার ক্ষেত্রে এঁরা যুগশিক্ষকের ভূমিকা পালন করতে পারেন। একদা বিদ্যাসাগর, রবীন্দ্রনাথ, রামসুন্দর ত্রিবেদীরা সমকালীন বিজ্ঞানকে মহাকালের আবেদনে বাংলাসাহিত্যে সংরক্ষণ করে গেছেন। আজ বাংলাদেশের কমপিউটার আন্দোলন এক ব্যাপক জাগরণ সৃষ্টি করলেও আমাদের প্রবীণ সাহিত্যিক ও সম্পাদকেরা পিছিয়ে আছেন। আমরা তাদের কাছে জনগণের এ তাগিদ পৌঁছাতে চেষ্টা করেছি, তাদের অবদান ছাড়া তথ্যপ্রযুক্তির যুগজয়ে জাতি সমর্থ হবে না।

জীবনবিরোধী পরিবেশের মধ্যেও সৃষ্টিশীল ধারা জাগছে

–ডঃ আলমুতী শরফুদ্দিন

আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন বিজ্ঞান লেখক ও বিজ্ঞান সংস্কৃতির যুগব্যক্তিত্ব ডঃ আবদুল্লাহ আল মুতী শরফুদ্দিন কমপিউটার ব্যবহারের বর্তমান পর্যায়টি সম্পর্কে নিরাবেগ ও বাস্তব মূল্যায়ন করে বলেছেন, এদেশে

এখনও কমপিউটার কালচার গড়ে উঠেনি। এটা অনেকটা সুপার ইমপোজড। এটাকে তিনি উদ্ভাবনী স্পৃহা শূন্য শিক্ষিত জনমানসেরই সমকালীন বিস্তার হিসাবে লক্ষ্য করে বলেছেন, ৩০-৪০ এর দশকের দিকেও যারা বিজ্ঞান বা প্রযুক্তি প্রকৌশল পড়তেন–প্রায় সবাই তা অধ্যয়ন করতেন চাকরির জন্য। নতুন কিছু তৈরীর জন্য নয়। ডাক্তারদের বেলায় তাই ঘটেছে। চিকিৎসা করে শরীর ও রোগতত্ত্বের পরম উৎকর্ষতার পরিমণ্ডলে আরোহনের সাধনা আমাদের

নেই। অনেকেই চিকিৎসা করে আয়-রোজগারের জন্যই ডাক্তার হন।

এখন কমপিউটার পড়েছে সেই মানসিক অবস্থানের আবর্তে। ডঃ আলমুতী বললেন, এদেশের লেখকরা, কমপিউটারে কী কী করা যায়– তা জানেন না, জানলেও খুব কম। তাঁরা এটাকে কেবল টাইপরাইটারের মত দেখেন। এর অন্যান্য aspect আরও তাৎপর্যপূর্ণ। যেমন, বৈজ্ঞানিক গবেষণায় কমপিউটার কাজে আসতে পারে– উৎপাদন ব্যবস্থাপনায় এর প্রয়োগ সম্ভব, পণ্য ডিজাইন হতে বিপণন পর্যন্ত শিক্ষা-প্রসারে, গবেষণায় কমপিউটারের ভূমিকা থাকতে পারে, এটা আমাদের লেখকরা অনুভব করেন কম। কমপিউটারের মধ্যে বিরাজমান প্রযুক্তি ও প্রয়োগের বিরাট সম্ভাবনা ও potential সম্পর্কে অনেকেই অবহিত নন।

বর্তমান সময় ও পরিবেশকেডঃ মুতী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি চর্চার জন্য খুব একটা অনুকূল বলে মনে করছেন না। তিনি বলেন, রবীন্দ্রনাথ, জওহরলাল নেহেরু অনেক লেখায় বিজ্ঞানকে নিয়ে এসেছিলেন। তাঁদের পাণ্ডিত্য ও সেরকম পটভূমি ছিল। আজকালকার রাজনৈতিক নেতা বা লেখকদের মধ্যে এর অভাব প্রকট। বিজ্ঞানী মেধা দেশোন্নয়নে কাজ করেছেন আশেপাশের দেশে। মেঘনাদ সাহার মত বিজ্ঞানী ভারতের প্ল্যানিং কমিশনে ছিলেন।

বাংলাদেশের এখনকার অবস্থা বলতে গিয়ে তিনি বললেন, এদেশে ইনভেনটিং ধরনের কায়কারবারে সবাই যেন মশগুল। একটা distorted political এবং intellectual পরিবেশ বিরাজ করছে।

তবু এ পরিবেশকে অতিক্রম করে তথ্য প্রযুক্তির যুগ হাজির হয়েছে আমাদের দ্বারে। ডঃ আলমুতী শরফুদ্দিন বললেন, এদেশে আগে ফটোকপিয়ার, ফ্যাক্স ছিল না। আজ তার ব্যবহার ব্যাপক। ই-মেইল এসেছে। শিক্ষামন্ত্রী চাননি। কিন্তু বিদেশে অভিজ্ঞতা লাভকারী সচিব মন্ত্রণালয়ে কমপিউটার ব্যবহার শুরু করেছেন। বাংলা একাডেমীতে ৪২টি কমপিউটার বসেছে। তথ্য প্রযুক্তির প্রসার ঘটছে এভাবে।

প্রচার মাধ্যমের দায়িত্ব সম্পর্কে বিজ্ঞানী বললেন, খেলাধুলার পাতা, সিনেমা-সাহিত্যের পাতার মত প্রত্যেকটি পত্রিকায় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির পাতা থাকা উচিত।

তথ্য প্রযুক্তিতে মানসিক উৎকর্ষতার সুযোগ প্রচুর

– কবীর চৌধুরী

প্রবীণ বুদ্ধিজীবি ও লেখকপ্রফেসর কবীর চৌধুরী বলেছেন, কমপিউটারায়িত তথ্য প্রযুক্তির মনস্তাত্ত্বিক একটা দিক রয়েছে। বিজ্ঞান মনস্কতা সৃষ্টির মাধ্যমে

এখানে মানসিক উৎকর্ষতার সুযোগ রয়েছে প্রচুর।

তিনি মনে করেন, প্রকাশনার জগতে কমপিউটার এনেছে গতি, একে করেছে দৃষ্টিনন্দন, সার্বিক প্রকাশনায় এসেছে একটা নতুন মাত্রা। এটি কিন্তু কমপিউটারের প্রধান কাজ হওয়া উচিত নয়। আমাদের দেশে মেধা আছে। বুদ্ধিমান প্রোগ্রাম তৈরীতে উৎসাহ ও সুবিধা প্রদান করা প্রয়োজন।

প্রফেসর কবীর চৌধুরী কমপিউটার চর্চা, প্রয়োগ ও ফললাভের জন্য একটি সুষ্ঠু পরিকল্পনা রচনার উপর জোর দেন। তাঁর ভাষায়, প্রচলিত ধ্যান-ধারণার পরিবর্তন ঘটিয়ে নতুন মানসিকতা সৃষ্টির জন্য উদ্যোগ নিতে হবে। মনে রাখতে হবে, Automation can create more jobs— নতুন কর্মক্ষেত্রের দ্বার খুলতে পারে এ প্রযুক্তি।

পৃথিবী দ্রুত কমপিউটারের পথে অগ্রসর হচ্ছে। যত তাড়াতাড়ি এটিকে আত্মীকরণ করা যায়, ততই জাতির মঙ্গল। এতাশিদ দিয়েপ্রফেসর কবীর চৌধুরীর বলেছেন, যন্ত্র পরিচয় অতিক্রম করে দৈনন্দিন জীবনের কাছাকাছি চলে এসেছে কমপিউটার। যা গড়ে ওঠেনি সেটা দরকার। এদেশে তথ্য প্রযুক্তির জীবনধারা– computer culture গড়ে তুলতে হবে।

ভাষা গবেষণায় কমপিউটারের ব্যাপক ব্যবহার সম্ভব

– প্রফেসর মোঃ হারুন-অর-রশিদ

ভাষা আন্দোলনে বিজয়লাভের জাতীয় স্মারক প্রতিষ্ঠান বাংলাএকাডেমীতে আরও ১৭টি টার্মিনাল যুক্ত হচ্ছে বিদ্যমান ৩১টির সাথে। 'এখন এটি

অতিজরুরী ও প্রয়োজনীয় বিষয়'– বললেন বাংলাএকাডেমীর মহাপরিচালক প্রফেসর মোঃ হারুন-অর-রশিদ।

তিনি লক্ষ্য করছেন, কমপিউটার প্রযুক্তির 'মাঝে বিপুল সম্ভাবনা লুকিয়ে আছেন– যা এখনও এখানে কাজে লাগানো হচ্ছে না। উদাহরণ দিয়ে বললেন, ভাষা গবেষণার ক্ষেত্রে কমপিউটারের ব্যাপক ব্যবহার সম্ভব। ভাষা গবেষণা বাংলাএকাডেমীর দায়িত্বের মধ্যে পড়ে। তিনি বললেন, 'একটা স্পেল চেকার থাকলে বাংলাএকাডেমীর কাজের গতি ও মান আরও বাড়তো।'

কমপিউটার প্রসারে আলাদাভাবে বাড়তি চেষ্টার 'কিছু নেই' তিনি মনে করেন, মানুষ যখন এর ব্যবহার জানতে পারবে তখন এর প্রসার ঘটবে আপনা আপনি। তবে সরকারীভাবে 'স্কুল পর্যায়ে কমপিউটার প্রযুক্তি শেখানোর' উদ্যোগ নেয়া উচিত বলে বাংলাএকাডেমীর মহাপরিচালক মনে করেন।

মেধা ও মননসম্পন্ন মানবিক সমাজ ও সভ্যতা ইতিহাসের দাবী

– আহমদ ছফা

সাহিত্যিক আহমদ ছফা রাজধানীতে শিক্ষার্থী প্রশিক্ষণের একটি কমপিউটার কেন্দ্রকে ডাটা এন্ট্রি ও প্রোগ্রাম হাউস হিসাবে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ নেতৃত্ব দিয়েছেন। কমপিউটারায়নে প্রত্যক্ষ অবদান সত্ত্বেও সমাজের পশ্চাদপদতার মধ্যে যন্ত্রবাদ ও অতিঅগ্রসর প্রযুক্তি নিয়ে উচ্ছ্বাস তাঁকে বেদনার্ত করে। এ বেদনা উচ্চকিত করেই তিনি কথা বলছিলেন কমপিউটার জগৎ-এর সাথে।

তিনি বলেছেন, মানব সভ্যতার সমস্ত উৎকর্ষকে এককালে ধারণ করতেন রবীন্দ্রনাথ ও বিদ্যাসাগর। তাঁরা ছিলেন বাংলা সাহিত্যে প্রথম রেনেসাঁর ফসল। আজ আমাদের সাহিত্য কর্ম যাঁরা করছেন, তারা সহজাত মেধাবুদ্ধির বাইরে গিয়ে অন্য কিছু কর্ষণ করতে চাননা। বেশীরভাগ সস্তায় বাজিমাৎ করতে চান, অনেকেই আবেগের কারবারী। কঠিনের সাধনায় ভীত। সর্বাধুনিক প্রয়োগ বিদ্যা দূরে থাকুক বিজ্ঞান ও দর্শনেও তারা খুব একটা আগ্রহী নন। যন্ত্র হচ্ছে মানব সভ্যতার উৎকর্ষতার ফলিত রূপ, এর প্রতি ভীতি থেকেই হয়তো এ অবস্থা তৈরী হয়।

তিনি বললেন, অনুভব করছি আগামী যুগ কমপিউটারের। কিন্তু আমি নিজে তাতে নিমগ্ন হতে চাইনি – কারণ, তা আমার সাহিত্য ও সমাজকর্মকে গ্রাস করতে শুরু করবে। লিখতে তিনি কমপিউটার ব্যবহার করেন না। হাতে লিখেন। 'অন্তরের স্পর্শ দিয়ে অনুভূতি ঢেলে লিখি। দশবার পর্যন্ত পুনর্লিখনের পালা চলে'।

তিনি পশ্চাদপদ জনগোষ্ঠীর এ সমাজে মেধাবিকাশের স্বাধীন ক্ষেত্র রক্ষার উপর জোর দেন। যন্ত্রপূজার বিরুদ্ধে সতর্কবাণী উচ্চারণ করে বলেন, আমার গাঁয়ের বোনটি আজও ট্রেন দেখেনি। ট্রেন-বাস দেখেনি এমন মানুষের সংখ্যা এদেশে ও কোটির উপর। সরকারী ব্যয়ে যন্ত্রের চল হয় না। সরকারতো অর্থ ব্যয় করেই থাকে, আবার তার বহুলাংশ নিষ্ফল হয়।

যন্ত্রের অত্যাচার থেকে মনন ও মেধার স্বায়ত্বশাসন রক্ষার উপর তিনি জোর দিয়ে বলেন, নয়তো মানবসভ্যতা ধ্বংস হবে। চীন ডাটা এন্ট্রির কাজ– পাশ্চাত্যের বর্জিত কাজের দাসত্ব ত্যাগ করে যন্ত্রের উপর ও প্রযুক্তির শীর্ষে প্রভুত্ব করার জন্য মেধা প্রয়োগ করছে। উচ্চস্তরের মৌল বিজ্ঞান আয়ত্ব করে ভৌত বিজ্ঞানের সাথে তার মিশ্রণ ঘটানোর উপর তিনি জোর দেন। আহমদ ছফা বলেন, হাতিয়ার তৈরী মানুষের

সহজাত। আধুনিক যন্ত্রবিজ্ঞান কিন্তু ধনবাদের হাত ধরে জন্ম নিয়েছে। এর প্রসারের সাথে ধনবাদের শোষণের প্রতাপ ছড়িয়ে পড়ে। প্রতিদিন সন্ধ্যায় গার্মেন্টস কারখানাগুলি যে অগুণিত কন্যাদের উপরে ফেলে রাস্তায়, ৫ বছরের শ্রমদানের পর তাদের জীবনে অবশিষ্ট আর কী থাকবে। মনন রহিত অমানবিক যান্ত্রিকতা মনুষ্যধর্ম থেকে পশুধর্মের পথ খুলে দেয়। পাশ্চাত্যের সমাজ তার প্রমাণ। এইডসের পরিণাম ও বিস্তার আনবিক বোমার চাইতে শঙ্কাময় পরিবেশ সৃষ্টি করেছে পৃথিবীতে। থামলেন তিনি। মেধামনন সম্পন্ন মানবিক সমাজ ও সভ্যতাই তাঁর আরাধনার বস্তু।

আধুনিক প্রযুক্তির সোনার ফসল

– কাজী আনোয়ার হোসেন

জনপ্রিয় রোমাঞ্চ সাহিত্যের লেখক ও প্রকাশক কাজী আনোয়ার হোসেন বলেছেন, কমপিউটার 'আধুনিক প্রযুক্তির সোনার ফসল' এবং ঘরে ঘরে, হাতে হাতে এযুগে 'আলাদীনের দৈত্য' পাবার এবং একেকজনে একশ জনের কাজ করার সুযোগ এনেছে কমপিউটার। তাঁর বিশ্বাস, ক্যালকুলেটর, টিভি, ফটো কপিয়ারের মত নিত্য প্রয়োজনীয় হয়ে উঠতে কমপিউটারের আর বেশী বাকী নেই।

তিনি বললেন, সকল লেখক সাংবাদিক, বুদ্ধিজীবী তারস্বরে একযোগে চীৎকার করলেও এদেশে কমপিউটার ব্যবহার বৃদ্ধি পাবে না। একে বুকতে হলে, দরকার শিক্ষা। কিনতে হলে টাকা দরকার। এ দুটো শর্ত পূরণ হলে আপনিতেই কমপিউটার আমাদের সবার অন্তর দখল করে নেবে।

কমপিউটার ডিটিপির জন্য ব্যবহার করছেন তিনি। বললেন, সেবা প্রকাশনী ও প্রজাপতি প্রকাশনের হরফ সাজানোর কাজে তাঁরা কমপিউটার ব্যবহার করছেন তিন বছর ধরে। তাঁর ভাষায়, 'এর সপক্ষে একটুকুই বলতে পারি, আমরা আর কখনো আগের টাইপসেটিং-এ ফিরে যাব না। কারণ, আগে মাসে দুটি বই প্রকাশ করতে তাঁদের হিমসিম খেতে হতো।' এখন ইচ্ছে করলে অনায়াসে বিশটি বই প্রকাশ করতে পারেন, তাঁরা প্রতিমাসে। স্বীকার করলেন, কমপিউটারের কাছ থেকে যা আদায় করা সম্ভব, এ সুবিধা, তার সামান্য একটি অংশমাত্র।

সম্ভাবনার কথাটা তিনি বললেন, এভাবে, মনে প্রাণে কামনা করি, এদেশের তরুণ সম্প্রদায় এ প্রযুক্তি নিয়ে কাজ করে নিজেদের অনেক-অনেক উন্নত আর দেশকে সমৃদ্ধ করতে সমর্থ হবে।

প্রসঙ্গক্রমে শুভেচ্ছা জানালেন তিনি কমপিউটার জগৎ-কে। তাঁর ভাষায়, একটি চমৎকার পত্রিকা। চোখ বুলালে বোঝা যায়, আমাদের মধ্যে থেকে বেশ কিছু মানুষ নিষ্ঠার সঙ্গে কাজে লেগে গেছেন।

তাঁর সমাপ্তি বাক্যটি আশাবাদের। 'নিঃসন্দেহে বলা যায়, আমাদের ভবিষ্যত আশাব্যঞ্জক।'

আমার লেখায় কমপিউটার নিয়ে আসবো

– ইমদাদুল হক মিলন

ঔপন্যাসিক ইমদাদুল হক মিলন তাঁর লেখালেখিতে বিষয় হিসাবে কমপিউটার নিয়ে আসবেন। কমপিউটার জগৎ-এর মুখোমুখি হয়ে জনপ্রিয় লেখক একথা দিয়েই তাঁর উত্তর শুরু করেন।

আমরা কেন যেন পিছিয়ে থাকতে পছন্দ করি– এমনকি শিক্ষিত সমাজও। বললেন, ইমদাদুল হক মিলন। থেমে বললেন, এ মানসিকতার পরিবর্তন দরকার। সবারই উদ্যোগী হওয়াটা দরকার। কারণ, কমপিউটার পৃথিবীটা বদলে দিয়েছে। এ সুবিধা আমরা নেবো না কেন?

তাঁর দাবী ঃ কমপিউটার ট্যাক্স ফ্রি করে দেয়া উচিত। কমপিউটার শিক্ষা প্রসারে আলাদা ফুল গড়ে তোলা দরকার।

জাতীয় দুর্ভাগ্যের জন্য তিনি নেতৃত্বের ব্যর্থতাকেই দায়ী করেছেন। মেধা, মনন, সাহিত্য ও প্রযুক্তিতে বিশ্ব এগিয়ে যাচ্ছে, অথচ দেশে শিক্ষার হার নগণ্য। আধুনিক প্রযুক্তির জ্ঞান জনগণের আর কতটুকু। শিক্ষা, অন্ন চিন্তা ও গণতান্ত্রিক চিন্তা প্রবল করার উপর এ লেখক জোর দেন। তিনি জনগণ, রাজনীতিক, বুদ্ধিজীবী ও শিক্ষিত সমাজের মানসিকতার পরিবর্তন জরুরী বলে মনে করেন।

গণমাধ্যম ও রাজনৈতিক নেতৃত্বের অঙ্গীকার দরকার

– মাহফুজ আনাম

দি ডেইলী ষ্টারের তরুণ সম্পাদক মাহফুজ আনাম কমপিউটারকে জীবনের অংশ হিসাবে দেখছেন। জাতীয় জীবনে এর প্রয়োগে অর্থনীতি বহুগুণ চাঙ্গা হতে পারে বলে তিনি বিশ্বাস করেন। জাতির কমপিউটারায়নের প্রধান এক বাধা, তাঁর মতে– 'শিক্ষা'।

তাঁর ভাষায়, এ প্রযুক্তি এলে বেকারত্ব বাড়বে– এ ধারণা ভুল। তাঁর মতে– 'নতুন কিছুকে গ্রহণ করার ভয়' থেকে এসব অজুহাত জন্ম নেয়।

এই ভুলধারণা দূর করা এবং ধারণা ও শিক্ষা প্রসারের জন্য মাহফুজ আনাম 'গণমাধ্যমকে কাজে লাগানো'– রাজনীতির অঙ্গীকারের সাথে কমপিউটার আন্দোলনকে যুক্ত করে দেয়া এবং প্রয়োজনে কমপিউটার শিক্ষা প্রসারে আলাদা ব্যবস্থা গ্রহণের উপর জোর দেন। তিনি বলেন, 'যন্ত্র কিনে এনে ব্যবহার করতে বলতে হবে না। প্রযুক্তি ব্যবহারে সক্ষম জনশক্তি উন্নয়নে জোর দিতে হবে।'

আবেদন করার শেষ তারিখ ২২ জানুয়ারী পর্যন্ত বর্ধিত

২৭ জানুয়ারী কমপিউটার প্রোগ্রামিং প্রতিযোগিতা

ডিসেম্বরে অনুষ্ঠিত বৃত্তি পরীক্ষার কারণে অনেক প্রতিযোগীর অনুরোধের পরিপ্রেক্ষিতে কমপিউটার জগৎ প্রোগ্রামিং প্রতিযোগিতার তারিখ পুনরায় পিছানো হয়েছে। প্রতিযোগিতা আগামী ২৭ জানুয়ারী অনুষ্ঠিত হবে। প্রতিযোগিতায় আবেদনের ফরম কমপিউটার জগতের গত সংখ্যাগুলোতে ছাপানো হয়েছে।

আবেদন করার শেষ তারিখ ২২ জানুয়ারী ১৯৯৪। যারা পূর্বে আবেদন করেছেন তাদের নতুন করে আবেদন করার প্রয়োজন নেই। ১৯৯৪ সালের পাঠ্য ক্লাস অনুযায়ী গ্রুপ ভাগ হবে। যারা পূর্বে আবেদন করেছে তাদের গ্রুপ কমপিউটার জগৎ কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনে সংশোধন করে প্রবেশ পত্র পাঠাবে।